তারিখ 21 MAR 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

দৈনিক
ইনকিলাব

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছেনি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতাকে দায়ী করলেন সংশ্লিষ্টরা

রিয়াজ চৌধুরী

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় কার্যকর করা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছে সরকার। কিন্তু ইতোমধ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চলতি বছর থেকে নবম শ্রেণীতে কার্যকর করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে ২৩টি বিষয়ের বই বাজারে ছাড়া হয়েছে। তবে এ পদ্ধতি সম্বলিত বই দেশের অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এখনো পৌঁছেনি। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন শিক্ষক-অভিভাবক। রাজধানীর খিলগাঁও বাসিন্দা আরিফ হোসেন ইনকিলাবকে বলেন, ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নবম শ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এখনো বই পৌছেনি। এতে করে শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতি নিয়ে এখনো বিভ্রান্ত। অনেক স্কুলে প্রশিক্ষিত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সরকার বিগত দশ বছরে ৪ থেকে ৫ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে। এতে করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই সমস্যা হচ্ছে। বারবার এধরনের এক্সপেরিমেন্টের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এগিয়ে যাওয়া উচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতাকে দায়ী করে ধানমণ্ডিস্থ পৃঃ ১৮ঃকঃ৬

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির বই

১২-এর পৃষ্ঠার পর

একটি স্কুলের শিক্ষক শেখ জামান ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষা সেক্টরে সকল সমস্যার কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওখানে বিভিন্ন প্রোজেক্ট কর্মকর্তার পারপাস সার্ভ করতে গিয়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ কার্যত প্রশ্নবিদ্ধ।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় কার্যকর করা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছে। আগামী ৩১ মার্চ এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, বিভিন্ন পক্ষ থেকে এ পদ্ধতি বাতিলের দাবী জানানোর প্রেক্ষিতে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা পিছিয়ে গেলে সরকারের ক্ষতি হবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এর পেছনে একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে। এ সিন্ডিকেট ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি পেছানোর জন্য একটি মহলকে আন্দোলনে ব্যবহার করছে এবং যে কোনো মূল্যে এটা পেছানোর পাঁয়তারা করছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি কার্যকর করার বিষয়ে সরকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবে। সরকার এ ব্যবস্থা চালু করতে চাইলেও এজন্য প্রস্তুতি না থাকায় অনেকে এর কার্যকারিতা পেছানোর দাবী করছে। বিষয়টি নিয়েও মন্ত্রণালয় ভাবছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের মাঝে মুখস্ত করার প্রবণতা রোধ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বকীয়তা, সৃজনশীলতা ও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ওপর জোর দিয়ে চালু করা হয়েছে 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি'। ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার জন্য ইতোমধ্যে ৮৮ হাজার শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষক চলতি বছর থেকেই নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান শুরু করেছেন। এখন যদি আবার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যায় তাহলে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয়, এ কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন। ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু না হলে এনসিটিবির বই মুদ্রণ বাবদ খরচ হওয়া প্রায় ৮০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলতে একটি প্রশ্নকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা বোঝায়। বর্তমান এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতির বদলে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলোর অনুসরণে নতুন এ মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর লিখিত ও বাকি ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। শুধু ইংরেজি বিষয়ে কোন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নেই। কৃষি শিক্ষা বিষয়ধারীদের ৩৫ নম্বর বিষয়ভিত্তিক, ২৫ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং বাকি ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ে ৩৫ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক, ২৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক এবং ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। শুধু সাধারণ গণিতে কোন নৈর্ব্যক্তিক নেই। তবে উচ্চতর গণিত বিষয়ধারীদের ৭৫ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক ও বাকি ২৫ নম্বর ব্যবহারিকের জন্য নির্ধারিত।

সূত্র মতে, পরিবর্তিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আগের মতই প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়া লাগবে তবে পার্থক্য হবে প্রশ্নের ধরন এবং গঠনে। এতে প্রশ্নপত্রের দুটি অংশ থাকবে, ক-বিভাগ ও খ-বিভাগ। ক-বিভাগের মান হবে ৬০ নম্বরের। এতে সর্বমোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে, শিক্ষার্থীকে ৯টি প্রশ্নের মধ্যে যে কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর। এ প্রশ্নগুলোর প্রতিটির আবার ৪টি করে অংশ থাকবে। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী তার টেক্সট বইয়ের কোন নির্দিষ্ট অংশ পড়ে সে নির্দিষ্ট জ্ঞানটুকু আহরণ করতে পেরেছে কিনা, তা সে বুঝেছে কিনা, বাস্তবিক জীবনে ওই জ্ঞান সে প্রয়োগ করতে পারে কিনা এবং ওই জ্ঞানের আলোকে সে সবকিছু মূল্যায়ন করতে পারে কিনা। চারটি অংশের প্রথম অংশের মান ১, দ্বিতীয় অংশের মান ২, তৃতীয় অংশের মান ৩ ও চতুর্থ অংশের মান ৪- এই ১০ নম্বর প্রতিটি প্রশ্নের মানবণ্টনে থাকবে।